বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি

একাদশ শ্রেণি

পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ

পরিশিষ্ট : দুই

প্রুফ সংশোধন রীতি ও পদ্ধতি
(নির্দেশিকা ও নমুনা)

নির্দেশিকা

নিজের হাতে লেখা যে কোনো রচনাই হলো পাণ্ডুলিপি। এই পাণ্ডুলিপি যখন ছাপার জন্য পাঠানো হয় তাকে আমরা চলতি কথায় 'কপি' বলে থাকি। ছাপাখানায় মুদ্রণের সময়ে বিভিন্ন কারণে (যেমন হাতের লেখার অস্পষ্টতা, বানান সম্পর্কিত অসাবধানতা, অসতর্কতা, ব্যস্ততা ইত্যাদি) প্রায়ই নানারকমের ভুল থেকে যায়। কিন্তু এ ধরনের ভুল থাকা কাম্য নয়।

মুদ্রণের ক্ষেত্রে এ জাতীয় ভুল সংশোধনের প্রক্রিয়াটির পোষাকি নাম 'প্রুফরিডিং'। এবার আমাদের জানার বিষয়টি হলো প্রুফ সংশোধনের নির্দিষ্ট রীতি ও পদ্ধতিটি ঠিক কেমন! এরই সঙ্গে কোনো রচনার বিষয় অনুসারে শিরোনাম নির্দেশ এবং অনুচ্ছেদ-বিভাজনের কৃৎ-কৌশলটিও আমাদের শিখে নিতে হবে।

প্রুফ সংশোধনের ক্ষেত্রে যে যে বিষয়ে যত্নশীল হতে হবে :

- ভুল বানানগুলিকে চিহ্নিত করে নিয়ে সংশোধন করতে হবে। মান্য বানানবিধি অনুসরণ করে এ কাজটি করতে হবে।
- যতি চিহ্নের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। (যেমন '।', ',','.', '!', '?' '-', '—', '/', ''/", ':', ':—'ইত্যাদি) কোনো ক্ষেত্রে যতিচিহ্ন বাদ পড়ে থাকলে বা তার ভুল ব্যবহার হয়ে থাকলে প্রয়োজনীয় সংশোধন করে দিতে হবে।
- পাণ্ডুলিপির কোনো অংশ প্রুফে বাদ পড়ে থাকলে বা একাধিকবার মুদ্রিত হলে মূল কপিটি দেখে প্রয়োজনীয় সংশোধন করতে হবে।
- একই শব্দ বা বাক্য পরপর ছাপা হলে, কোনো ছাপা শব্দের উপরে অন্য শব্দ উঠে গেলে, একই প্রজাতির হরফের সঙ্গে অন্য হরফ জুড়ে গেলে, অক্ষর শব্দে এলোমেলো হয়ে গেলে, কোনো অক্ষর উল্টোভাবে বসলে, দুটি শব্দের মধ্যে অতিরিক্ত বা স্বল্প ফাঁক এসে গেলে, দুটি লাইনের মধ্যে সামঞ্জস্য না থাকলে, একই শব্দের বিভিন্ন অক্ষরের মধ্যে অনভিপ্রেত ফাঁক রয়ে গেলে, এক পয়েন্টের টাইপের মধ্যে অন্য পয়েন্টের টাইপ বসে গেলে (যে কোনো অক্ষরের আকারকেই বলা হয় Point), প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ইটালিক/বাঁকা অক্ষর না বসানো হয়ে থাকলে সব ক্ষেত্রেই সংশোধন জরুরি।
- যে কোনো মুদ্রিত বিষয়ের সৌন্দর্য ও সুসংহত বিন্যাস রক্ষা করার জন্যে উপযুক্ত মারজিন ও পাতার ক্রমাঙ্ক বজায় রাখা প্রয়োজন।
- এ সকল সংশোধনের পাশাপাশি সমগ্র রচনাটিতে বাক্যের গঠনগত বিন্যাসটি ঠিক আছে কি-না তা দেখে নিতে হবে।
- প্রদত্ত বিষয়ের মূল ভাবের সঙ্গে সম্পৃক্ত একটি সহজ আকর্ষণীয় ও সংক্ষিপ্ত শিরোনাম যুক্ত করাও আমাদের কাজের আওতাধীন। এক্ষেত্রে প্রুফ সংশোধনের পর মূল রচনাটি ভালো করে পড়ে নিয়ে তার নির্যাসটুকু চিহ্নিত করে নিতে হবে এবং শিরোনামে তারই প্রতিফলন থাকবে।

- অনুচ্ছেদ বিভাজন বিষয়টি রচনার ভাবের গতিপ্রকৃতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কিত একটি গঠনগত দিক। রচনাপাঠে অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তার ঝোঁক বদলের প্রতি লক্ষ রেখে এ কাজটি করতে হবে। অনুচ্ছেদ বিভাজন যথাযথ হলে রচনার রসগ্রাহিতা যেমন বাড়ে, তেমনই পাঠকের কাছে সহজেই বিষয়বস্তুটি বোধগম্য হয়ে ওঠে।

- ১৯৫৮ সালের ১২ই জুলাই Indian Standard Institute (বর্তমানে Bureau of Indian Standards) প্রুফ সংশোধনের ক্ষেত্রে যে সর্বজনগ্রাহ্য নির্দেশিকা প্রণয়ন করেছেন, তা অনুসরণে তোমাদের কাছে জরুরি কিছু প্রতীক-চিহ্ন দেওয়া রইল ধীরে ধীরে এই কৌশলটি রপ্ত করে নেওয়ার জন্য।

প্রুফ সংশোধনের কৌশল :

⁐/— জুড়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে।

trs./— স্থানান্তরিত করার জন্য।

Ital/— বাঁকা অক্ষর বসাতে হবে।

St — কাটা হরফ ঠিক রাখ।

N.P./— নতুন প্যারাগ্রাফ আরম্ভ করার ক্ষেত্রে।

F₂/— মোটা অক্ষর (Bold) দিতে হলে।

Run on— এক লাইনে সাজানোর জন্য।

del/— বাদ দিতে হলে।

see Copy —প্রুফে বাদ গেছে। কপি দেখে ঠিক করার নির্দেশের ক্ষেত্রে।

#/— প্রয়োজনীয় ফাঁক রাখার জন্য।

❛❜/— উদ্ধৃতি চিহ্ন বসানোর ক্ষেত্রে।

,/— কমা বসাও

।/— দাঁড়ি বা পূর্ণচ্ছেদের জন্য।

Eq#/— ফাঁক সমান করার ক্ষেত্রে।

Less#/— ফাঁক কমানোর জন্য।

ব/— কোনো অক্ষর নীচে বসলে, যেমন—লুব্ধক/সম্বল।

ব/— কোনো অক্ষর উপরে বসালে, যেমন—স্তব্ধ।

F₁— সরু হরফ প্রয়োজন।

Fx. up— টাইপ বড়ো করার জন্য।

Fx. down—টাইপ ছোটো করার জন্য।

=— লাইন সমান করতে হলে।

xx/— শব্দ জড়িয়ে গেলে ঠিক করার জন্য।

Caps — ইংরাজিতে ক্যাপিটাল লেটার করার ক্ষেত্রে।

যতিচিহ্নের ক্ষেত্রে :

যথাস্থানে	(।) ⅄	পূর্ণচ্ছেদ চিহ্ন বসাতে হবে।
”	,/ ⅄	কমা চিহ্ন বসাতে হবে।
”	(ঃ)⅄	কোলন চিহ্ন বসাতে হবে।
”	(;) ⅄	সেমিকোলন চিহ্ন বসাতে হবে।
”	? ⅄	জিজ্ঞাসা চিহ্ন বসাতে হবে।
”	! ⅄	বিস্ময়বোধক চিহ্ন বসাতে হবে।
”	’ ⅄	অ্যাপসট্রফি (ঊর্ধ্বকমা) চিহ্ন বসাতে হবে।
”	‘⅄OR’	একক ঊদ্ধৃতি চিহ্ন বসাতে হবে।
”	“⅄OR ”	ডবল উদ্ধৃতি চিহ্ন বসাতে হবে।
”	… ⅄	ঊহ্য রাখার চিহ্ন বসাতে হবে।
”	(/) ⅄	স্ট্রোক চিহ্ন বসাতে হবে।
”	(/ OR)⅄	প্রথম বন্ধনী বসাতে হবে।
”	- ⅄	হাইফেন বসাতে হবে।

নমুনা

প্রুফ :

হেঁয়ালি-নাট্য | 16pt. Heading

ইংরাজিতে এরকম খেলা আছে, তাকে বলে, 'শ্যারাড' (Sharade)। এ খেলা দেখতে হলে এমন কয়েকটি লোক দরকার যারা অন্তত একটু-আধটু অভিনয় করতে পারে। তারপর এমন একটি কথা নিয়ে অভিনয় করতে হবে, যাকে ভাগ করলে দু-তিনটা কথা হয়, যেমন Handsome (Hand ও some বা Sum) অথবা Carpet (Car বা Cur ও pet)। অভিনয়ের প্রথম দৃশ্যে কথার প্রথম অংশটি, দ্বিতীয় দৃশ্যে দ্বিতীয় অংশটি, তৃতীয় দৃশ্যে সমস্ত কথাটি বুঝিয়ে দিতে হবে; যাঁরা দর্শক থাকবেন তাঁরা সব দেখেশুনে বলবেন, কোন কথাটি নিয়ে অভিনয় করা হলো। যদি কোনো কথার (যদি কোনো কথার) তিনটি অংশ থাকে—যেমন হাঁস পা-তাল, তা হলে অবশ্য চারটি দৃশ্যে অভিনয় করতে হবে। বাংলাতেও 'শ্যারাড' বা 'হেঁয়ালি-নাট্য' হতে পারে একটা বাংলা দৃষ্টান্ত দিলে বোধ হয় কথাটা পরিষ্কার হয়। মনে করো বৈঠক কথাটা নিয়ে অভিনয় হচ্ছে। প্রথম দৃশ্য—'বই'। একজন লোক দিনরাত খালি বই নিয়ে ব্যস্ত, কেবলই বই পড়ছে, চারিদিকে তার রাশি রাশি বই ছড়ানো রয়েছে দেখে বিরক্ত হয়ে বলছে, "তোমারও ও পোড়া বইগুলো একটু হাওয়া খেয়ে একবার নবুবাবুর বৈঠকে যাই।" লোকটি অগত্যা রাজি হয়ে বলল,

"আচ্ছা, তোমরা এগোও, আমি এইটা শেষ করেই আসছি।"

দ্বিতীয় দৃশ্য—'ঠক'। একটি ছোট্ট বইয়ের দোকান, তার সামনে দাঁড়িয়ে এক ভদ্রলোক বইওয়ালাকে ভীষণ গালাগালি দিচ্ছেন। বলছেন, "চোর বাটপাড় ঠক জোচ্চর, আগাম টাকাটা নিয়ে এখন বই দেওয়ার বেলায় ফাঁকি দিচ্ছ।" বইওয়ালা বলে, "সে কী মশাই। কার কাছে টাকা দিলেন?" ভদ্রলোক চটমটে খুব খানিক শাসিয়ে চলে গেলেন। এমন সময়ে সেই বই-পড়া লোকটি এসেছে; বইওয়ালা তাকে একটি বহুকালের পুরনো পুঁথি দেখাল—তার অনেক দাম। লোকটি বইখানা কিনে বলল, "বইটা একটু কাগজে জড়িয়ে বেঁধে দাও তো।" বইওয়ালা "দিচ্ছি" বলে বইখানা নিয়ে তার বদলে কতগুলো বাজে বটতলার বই বেঁধে দিয়ে বলল, "এই নিন মশাই।" বই-পড়া লোকটি তখন হাঁ করে অন্য বই দেখছিল, সে কিছুই টের পেল না, বইয়ের প্যাকেট নিয়ে চলে গেল।

সংশোধিত রূপ :

হেঁয়ালি-নাট্য

ইংরাজিতে একরকম খেলা আছে, তাকে বলে, 'শ্যারাড' (Charade)। এ খেলা দেখতে হলে এমন কয়েকটি লোক দরকার যারা অন্তত একটু-আধটু অভিনয় করতে পারে। তারপর এমন একটি কথা নিয়ে অভিনয় করতে হবে, যাকে ভাগ করলে দু-তিনটা কথা হয়, যেমন Handsome (Hand ও Some বা Sum) অথবা Carpet (Car বা Cur ও Pet)। অভিনয়ের প্রথম দৃশ্যে কথার প্রথম অংশটি, দ্বিতীয় দৃশ্যে দ্বিতীয় অংশটি, তৃতীয় দৃশ্যে সমস্ত কথাটি বুঝিয়ে দিতে হবে; যাঁরা দর্শক থাকবেন তাঁরা সব দেখেশুনে বলবেন, কোন কথাটি নিয়ে অভিনয় করা হলো। যদি কোনো কথার তিনটি অংশ থাকে—যেমন হাঁস পা-তাল, তা হলে অবশ্য চারটি দৃশ্যে অভিনয় করতে হবে। বাংলাতেও 'শ্যারাড' বা 'হেঁয়ালি নাট্য' হতে পারে; একটা বাংলা দৃষ্টান্ত দিলে বোধ হয় কথাটা পরিষ্কার হয়। মনে করো 'বৈঠক' কথাটা নিয়ে অভিনয় হচ্ছে।

প্রথম দৃশ্য—'বই'। একজন লোক দিনরাত খালি বই নিয়ে ব্যস্ত, কেবলই বই পড়ছে। তার চারিদিকে রাশি রাশি বই ছড়ানো রয়েছে দেখে বিরক্ত হয়ে বলছে, ''তোমারও ও পোড়া বইগুলো একটু রাখো দেখি। চলো একটু হাওয়া খেয়ে একবার নরুবাবুর বৈঠকে যাই।'' লোকটি অগত্যা রাজি হয়ে বলল, ''আচ্ছা, তোমরা এগোও, আমি এইটা শেষ করেই আসছি।''

দ্বিতীয় দৃশ্য—'ঠক'। একটি ছোট্ট বইয়ের দোকান, তার সামনে দাঁড়িয়ে এক ভদ্রলোক বইওয়ালাকে ভীষণ গালাগালি দিচ্ছেন। বলছেন, ''চোর বাটপাড় ঠক জোচ্চোর, আগাম টাকাটা নিয়ে এখন বই দেওয়ার বেলায় ফাঁকি দিচ্ছ।'' বইওয়ালা বলে, ''সে কী মশাই! কার কাছে টাকা দিলেন?'' ভদ্রলোক চটেমটে খুব খানিক শাসিয়ে চলে গেলেন। এমন সময়ে সেই বই-পড়া লোকটি এসেছে; বইওয়ালা তাকে একটি বহুকালের পুরনো পুঁথি দেখাল—তার অনেক দাম! লোকটি বইখানা কিনে বলল, ''বইটা একটু কাগজে জড়িয়ে বেঁধে দাও তো।'' বইওয়ালা ''দিচ্ছি'' বলে বইখানা নিয়ে তার বদলে কতকগুলো বাজে বটতলার বই বেঁধে দিয়ে বলল, ''এই নিন মশাই।'' বই-পড়া লোকটি তখন হাঁ করে অন্য বই দেখছিল, সে কিছুই টের পেল না, বইয়ের প্যাকেট নিয়ে চলে গেল।